



L'Oréal-এর কাছে ধার দেওয়া মিস্টার ফ্রেগা

রবিবার সকালে জর্জো আর আমি প্রায়ই দেখা করতাম — বন্ধু আর সহকর্মী, নারীদের প্রসাধনীর জগতে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলোর একটির বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক: L'ORÉAL।

এ ছিল আমাদের কাছাকাছি থাকার উপায় — একে অন্যকে সপ্তাহের গল্প শোনানো, কাজের গল্প, তারপর বাজারের ত্রুতাদের নিয়ে কথা, যা-ই ঘটে থাকুক তা নিয়ে দু-একটা রসিকতার আদানপ্রদান, বারে এক কাপ গরম কফি সামনে রেখে।

স্বভাবে তিনি ছিলেন মিশুক, সব সময় হাসিমুখ, সব সময় স্নেহে ভরা, অথচ ভেতরে এক বাগ-না-মানা তেজ — এমন এক সৌষ্ঠব আর পরিশীলন, যার জুড়ি ছিল না।

রসিকতা তাঁর হৌঁটে সব সময় তৈরি থাকত, আর কখনও তা বেখেয়ালে বলা নয়, সঙ্গে প্রবাদপ্রতিম এক হাসি, যা সবাইকে সহজ করে দিত — তিনি বলতে ভালোবাসতেন, নতুন দাঁত বাঁধাতে তাঁর একগাদা টাকা গেছে, আর সেগুলোর 25,000 ইউরোর বিমা করাতে হয়েছে, পাছে কেউ তাঁর কোনো ধারালো ছোট্ট রসিকতা তেমন ভালোভাবে না নেয় আর ঘুসি মেরে দাঁতগুলো ফেলে দেবে বলে ঠিক করে বসে।

যখনই আমরা আমাদের অঞ্চল কালাব্রিয়ায় একসঙ্গে বেচতে বেরোতাম, প্রত্যেক ত্রুতাকে গলা চড়িয়ে ঘোষণা করতাম, আমরা দুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ, কাজ করি পৃথিবীর সেরা দুটো কোম্পানিতে, যারা আমাদের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয় শুধু মজা করার জন্য, কাজ করার জন্য নয় — যে শুনত, তার গা না জ্বলে উপায় থাকত না। প্রায়ই ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করত না, তবু প্রায় সবার শ্রদ্ধা আমরা পেতাম।

এপ্রিলের এক সকালে তিনি বললেন: সামনের সপ্তাহে তোমাকে তুলে নিতে আসব, আমরা সিসিলিতে কাজ করতে যাচ্ছি, তিন দিন — চিন্তা কোরো না, সব খরচ মেটানো আছে, তোমার একটা পয়সাও লাগবে না।

তিনি খুব ভালো করেই জানতেন ওটা আমার এলাকা নয়, তাই জিজ্ঞেস করলাম: এলাকার বাইরে গিয়ে আমরা কোন ছাইটা করব?

বেশ, তিনি বললেন, ওটাই হবে তোমার চমক — আর হয়তো খানিকটা আমারও।

তুমি চিরকাল Gillette-এর ফ্রেগাই থাকবে, তবে তিন দিনের জন্য মাঠে তুমি হবে কোম্পানির অতিথি, L'ORÉAL-এর খরচে।

তোমাকে মুদ্রার উলটো পিঠটা দেখাব — এমন এক বাজার, যা তুমি চেনো না, কখনও দেখোনি, কারণ কখনও তার ভেতরে থাকোনি, যেখানে প্রতিটি কেনাকাটায় মুখ্য ভূমিকায় নারীরা, তাদের নিজস্ব সব ধরনধারণ নিয়ে।

আমার দিক থেকে এটা ধন্যবাদ জানানোরও একটা উপায়, যে দু বছর আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি তার জন্য — আমি জানি, তুমি না থাকলে, তোমার সাহায্য আর তোমার সদৃশতা, তোমার উষ্ণতা আর তোমার ভদ্রতা, যা কিছু তোমাকে এই মানুষটা আর এই বন্ধুটা করে তুলেছে, সেসব না থাকলে আমি সম্ভবত কাজে ফিরতে পারতাম না, হয়তো জীবনেও নয়, ক্রোনস রোগের পরে।

তিনি নিজেকে আর ধরে রাখলেন না, মাত্র এক মুহূর্তের জন্য, এক ফোঁটা চোখের জল — সেই প্রথম তাঁকে ওভাবে দেখলাম, আবেগ চেপে রাখতে অক্ষম।

তিনি বললেন আমরা তিন দিন কাটাব কাতানিয়ায় আর এক দিন পালের্মোয়, তারপর বাড়ির পথ ধরব — ওরা এটাকে দেখছে একটা আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হিসেবে, তাঁর বিক্রয় বিভাগের কর্তারা আগেভাগেই অনুমোদন দিয়ে সই করে দিয়েছেন, আর কী ঘটবে, আমরা দুজন মিলে কী কাণ্ড বাধাব, তা দেখতে সবাই কৌতুহলী।

আমি বিনা দ্বিধায় হ্যাঁ বলে দিলাম। কোম্পানিগুলো সব সময় তোমার হাতে তথ্য গুঁজে দিত, কিন্তু আসল অভিজ্ঞতা কখনও ভাগ করে নিত না — আর এ ছিল নিজেকে গড়ে তোলার এক খাঁটি সুযোগ।

বাবাকে কথাটা বললাম, তিনি হেসে বললেন: তুই এমন সব কাণ্ড করে চলিস, যা কেউ আগে থেকে আঁচ করতে পারে না — এটা শুধু একটা স্বভাব নয়, এটাই ফের্দিনান্দো ফ্রেগা।

ওটাই ছিল তাঁর আশীর্বাদ দেওয়ার ধরন। জর্জোকে তিনি কুড়ি বছর ধরে চিনতেন, জানতেন আমি কিছু একটা শিখব — শুধু জানতেন না কী।

বাড়ি ফিরলাম, আমার স্ত্রী আমার মুখে অদ্ভুত কিছু একটা দেখে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে। আমাকে তিন দিনের জন্য L'Oréal-এর কাছে ধার দেওয়া হয়েছে, বললাম তাকে, আর সে পালটা জবাব ছুড়ল: সেই চিরকালে ভাঁড় — কবে তুমি একটু গম্ভীর হবে বলো তো?

যেদিন ফিরব, সেদিন তোমাকে ছবছ বলব কেমন গেল, বললাম আমি, আর পুরো গল্পটা তাকে শোনালাম। সে বলল: এবার তুমি ফ্যাঁসাদে পড়লে — নারীদের জগতে তুমি ঢুকছ এমন এক দরজা দিয়ে, যেটা তোমার চেনা দরজা নয়। কী হয়, দেখার কৌতুহল রইল।

ফের্দিনান্দো